মূলশব্দাবলীঃ
আদব-কায়দা
ইবাদত/ভালকাজ
নামাজ/ মোনাজাত
মনোযোগ দেয়া

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

21 February 2025 / 22 Syaaban 1446H

ইবাদত পালনে আমাদের নিয়মনীতি আরো শুদ্ধ করা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ، قَالَ تَعَالَى فِي التَنْزِيْل: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সমস্ত আদেশ আমরা মেনে চলে এবং তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদের দূরে রেখে তাঁকে ভয় করে চলি। আমরা যেন এই পৃথিবীতে এবং পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসীরূপে নিজেদেরকে তৈরী করতে পারি। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত সুধী,

এই প্রশ্নটা একবার ভেবে দেখুনঃ আমরা আমাদের ইবাদতের সময় যে রীতিনীতি বা আদব কায়দাগুলি মেনে চলি আমাদের নামাজ বা ইবাদত পালনে সেগুলির কি ভূমিকা থাকে? যদি নামাজের বা ইবাদতের

সবগুলি স্তম্ভ বা শর্তগুলি পূরণ করা যেত, তারপরেও কি আমরা আমাদের ভাল কাজ করার সময়ে সেইসব আদব-কায়দাগুলি মেনে চলার ওপর অনেক গুরুত্ব দিতাম?

এর উত্তর পাওয়ার জন্য আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আল মুবারক (রাঃ)র কথাগুলি স্মরণ করব। তিনি বলেছিলেন, "যে-ই ইবাদত পালনের সব আদব-কায়দাগুলি অবহেলা করে, সে সুন্নাহ থেকে বঞ্চিত হবে। আর যে সুন্নাহ পালনকে অবহেলা করে সে ইবাদতের অবশ্য-করণীয় কাজগুলি থেকেও বাদ পরবে"।

এটা থেকে আমরা পরিষ্কার জানতে পারি যে, অতীতে আলেমগণ ইবাদতে্র আদব-কায়দাগুলি সম্পর্কে কতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আদব-কায়দা মেনে চললে একজন মানুষ তার ইবাদতের সুন্নাহপালনে মনোযোগী হবেন। একইভাবে, যাঁরা এই সুন্নাহগুলি পালন করে থাকেন, তাঁরা খুব সম্ভবতঃ তাদের আবশ্যকীয়ভাবে পালিত ভাল কাজ আরো অতি উচ্চ পর্যায়ের উৎকর্ষতার সঙ্গে তাদের যৌথভাবে সম্পন্ন ইবাদত ও ভাল কাজগুলি সম্পন্ন করে থাকেন।

তাই , আমরা যখন একান্তমনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তখন যেন আমরা সকল আদব-কায়দাগুলি মেনে তা করি। আসুন, আমরা যখন জামাতে ইবাদত-বন্দেগী করে থাকি, তখন যেন আমরা তার সবরকম আদব-কায়দাগুলি মেনে তা করি।

<u>সম্মানিত ভাইয়েরা,</u>

এই সপ্তাহের শেষে আমাদের মধ্যে আবার রমযান মাসকে আমরা পাবো। আমাদের মসজিদগুলি সেই উপলক্ষ্যে নানারকম কর্মকান্ডের আয়োজন করবে। রমযানের রাতগুলি মুখর হয়ে উঠবে তারাবী নামাজ, কোর আন তেলাওয়াত এবং রাতভর নামাজ পড়া দিয়ে। আর তার প্রস্তুতি হিসাবে আমরা এই সপ্তাহের এবং আগামী সপ্তাহের খুতুবায় কি করে আমরা এই রমযান মাসে আমাদের সঞ্চিত জ্ঞান ও আদব-কায়দার সাথে বরণ কর নিতে সক্ষম হবো তার ওপর আলোকপাত করব। জামাতে নামাজ পড়ার কতিপয় আদব-কায়দা সম্পর্কে আজ এই খুতবায় কিছু আলোচনা করব,

প্রথমতঃ নিজেকে পূত পবিত্র ও পরিষ্কার করে নামাজে উপস্থাপন করা

নিজেকে **সুন্দর খুশবুসহ মসজিদে উপস্থিত হওয়া।** কেউ যদি গায়ে ঘামের গন্ধ বা সিগারেটের বাজে গন্ধ নিয়ে জামাতে নামাজ পড়তে যায় তবে তা অন্যের বিরক্তের কারণ হবে ।মনে রাখতে হবে, এই আচরণ শুধু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে না এতে অন্য নামাজীদের প্রতিও সম্মান শ্রদ্ধা দেখানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোনরকম তাড়াহুড়া না করে শান্ত মনে নামাজ পড়া

এই সময়ে আমাদের অনেক নামাজ পড়ার আগ্রহ থাকে। কিন্তু নামাজে রাকাতের সংখ্যা বাড়ানো দিকে মন দেয়া ঠিক না। এর চেয়ে নিজের শরীরের সুগন্ধ ও নামাজে মনকে প্রশান্ত রাখা একইরকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

একদা নবী করিম (সঃ) একজনক্র তাঁর একই নামাজ তিনবার পড়তে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি সেই লোককে বুঝিয়ে দিলেন প্রতিটি রুকু এবং সিজদাহতে প্রশান্ত মনে নামাজ পড়ার প্রকৃত পন্থাটি কি। (ইমাম আল-বুখারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

তৃতীয়ঃ অন্য নামাজীদের নামাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা

সম্মানিত ভাইয়েরা, একটু খেয়াল করে দেখেন! নবী করিম (সঃ) কাউকে ছোট কথা বলা বা অর্থহীন কয়াজ করতে নিষেধ করছেন না কিন্তু তিনি কাউকে খুব জোরে এবং অন্যকে বিরক্ত করে বা উচ্চস্বরে কোরান পাঠকে নিষেধ করছেন।

আসুন, আজ আমরা নামাজের স্থানে আমরা নিজেরা কেমন আচরণ করি তার একটু পর্যালোচনা করব। যেমনঃ আমাদের মুঠোফোনকে নীরব রাখার অবস্থাটা না চালু করে আমাদের ফোন ব্যবহারি করা এবং ফোন নিয়ে খেলা করা। আর আমাদের বাড়ির ওয়ালপেপারগুলি-যেগুলোতে নামীদামী মানুষের প্রতিচ্ছবি থাকে, কখনো কখনো আমাদের নিজেদের পারিবারিক সদস্যদেরও ছবি থাকে- এগুলি বিশেষ করে রুকু

করার সময় আমাদের ইবাদতের মনোযোগ নষ্ট করে। একইভাবে, পরিধেয় কোন কাপড়ে যদি কোন কথা, কোন বাক্য বা কোন ছবি থাকলে তা অন্য নামাজীদের ইবাদতের মনোযোগ নষ্ট করে বিধায় এসব কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

চতুর্থঃ নামাজ শেষ করার পরে তাড়াতাড়ি না করা

আমাদের নবী করিম (সঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং নামাজের পর দ্রুত নামাজ শেষ না করে জিকর করাকে উৎসাহিত করেছেন। আর এটা সুরা আন নিসার ১০৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা বলেছে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণঃ

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا

অর্থঃ অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

নামাজের পরের আদব মেনে চলার জন্য আমাদের কোন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া দ্রুত উঠে পড়ায় আমাদের বিরত থাকতে হবে। একইভাবে, নামাজে সালাম ফেরার পরপরই মুঠোফোণ দেখার আকাংখাকে দমন করতে হবে। আমাদের অন্তরকে কিছুক্ষণের জন্য স্থির করে বিনয়ী, ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা স্মরণ করতে হবে যাতে আমাদের অন্তরে আমাদের ধর্মবিশ্বাস অটুট থাকে।

সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা আমাদের ইবাদতের মান – এর আদবকায়দা ও পালন করার দিকদুটিকে আরো উন্নত করি বিশেষ করে আমাদের নামাজের মান। আর আমরা যদি এটা মেনে চলি তবে আমাদের ইবাদত পালন করা আরো শুদ্ধ হবে। আর এতে করে আমাদের অন্তরে ধর্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হবে বিধায় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সেবায় আমাদের ধর্মীয় বোধ আরো গভীর হবে। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْ وَالِدِينَا وَارْحَمْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُورِنَا، وَوَفِّقْهُمْ لِمَا فِيْهِ صَلَاحُ الأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُورَنَا خِيَارَنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُورَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى

أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأَهْوَالِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ وَسَائِرَ البِلَادِ عَامَّةً آمِناً مُطْمَئِناً سَخَاءً رَخَاءً بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلِسْطِينَ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.